রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২৭২৬

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১০, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ মার্চ ২০০৮

নং **৭৪ শিম/বিআ-৩/BSTI-৩০৩/২০০৭**—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রীপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৭ নং অধ্যাদেশ) এর নিম্নরূপ বাংলায় অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

[মূল ইংরেজী আইন হইতে বাংলায় অনূদিত পাঠ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৫ জুলাই ১৯৮৫

নং **৬৫২-পাব।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে প্রণীত নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল ঃ—

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সনের ৩৭ নং অধ্যাদেশ

পণ্যের প্রমিতকরণ, পরীক্ষণ, পরিমাপন, মান-নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু পণ্যের প্রমিতকরণ, পরীক্ষণ, পরিমাপন, মান-নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণীবিন্যাস ও চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইহা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে, ২৪ মার্চ, ১৯৮২ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "**দ্রব্য**" অর্থ কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, অথবা আংশিক কৃত্রিম বা আংশিক প্রাকৃতিক, অথবা কাঁচা বা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাত বা উৎপাদিত কোন বস্তু;

(খ) কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার বিষয়ে "**বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড**" অর্থ ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড যাহা এইরূপ দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার মান ও স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক এবং নিম্নবর্ণিত বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) কোন সাময়িক স্ট্যান্ডার্ড ; বা

(আ) ইনস্টিটিউশন কর্তৃক গৃহীত কোন বিদেশী স্ট্যান্ডার্ড;

(গ) "**ক্যালিব্রেশন**" অর্থ কোন পরিমাপকের ত্রুটির পরিমাণ নির্ণয় এবং, যেখানে প্রয়োজন, ন্যূনতম পর্যায়ে ঐ সকল ত্রুটির সমন্বয় সাধন;

(ঘ) "**চেয়ারম্যান**" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "**পরিষদ**" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত ইনস্টিটিউশনের পরিষদ;

(চ) "**আবরণ**" অর্থে যে কোন প্রকারের ছিপি, পিপা, বোতল, পাত্র, বাক্স, ঝাঁজর (crate), ঢাকনা, ক্যাপসুল, খাপ, ফ্রেম, মোড়ক, অথবা অন্যান্য আধার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "**মহাপরিচালক**" অর্থ ইনস্টিটিউশনের মহাপরিচালক;

(জ) "**পরিদর্শক**" অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শক;

(ঝ) "**শ্রেণীবিন্যাস**" অর্থ নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ডের সহিত সংগতিপূর্ণ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ;

(ঞ) "**ইনস্টিটিউশ**" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন;

(ঞঞ) "**লেবেল**" অর্থ কোন পণ্যের পরিচিতি গঠন, উপাদান, গুণাগুণ, ব্যবহারের নির্দেশনা, বৈশিষ্ট্য (ওজন ও পরিমাণসহ), উৎপাদন বা মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য, ধারক বা ট্যাগে লিখিত, মুদ্রিত বা চিত্রিত কোন কিছু প্রদর্শন অথবা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত মুদ্রিত বিবরণ (literature) বা উহার সহিত যুক্ত এইরূপ উপযুক্ত অন্যান্য উপাদান।

(ট) "**লাইসেন্স**" অর্থ ধারা ২০ এর অধীন কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ঠ) "**মার্ক**" অর্থে নকশা, ব্রান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, সচিত্র উপস্থাপন, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, বর্ণ বা সংখ্যা বা উহার কোন সংযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "**নির্ধারিত**" অর্থ ধারা ৩৭ এর অধীন প্রণীত প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঢ) "প্রক্রিয়া" অর্থে কোন দ্রব্যের উৎপাদনের প্রচলিত রীতি, আচরণ এবং ধরন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "**নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ**" অর্থ কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, অথবা ব্যক্তি-শ্রেণী, অথবা কোন ট্রেড মার্ক বা ডিজাইন নিবন্ধনের জন্য অথবা প্যাটেন্ট প্রদানের জন্য আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(ত) **"সরলীকরণ"** অর্থ কোন মালামালের অপ্রয়োজনীয় আকার এবং ভিন্নতা হ্রাসকরণ;

(থ) **"সুনির্দিষ্টকরণ"** অর্থ অন্য কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়াকে অন্য কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া হইতে পৃথক করিবার জন্য যতদূর সম্ভব উহার প্রকৃতি, মান, দৃঢ়তা, বিশুদ্ধতা, মিশ্রণ, পরিমাণ, আয়তন, ওজন, শ্রেণীবিন্যাস, স্থায়ীত্ব, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, বয়স, উপকরণ, উৎস, প্রস্তুতকরণের ধরন অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার বিবরণ;

(দ) **"স্ট্যান্ডার্ড মার্ক"** অর্থ একটি নির্দিষ্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এর প্রতিনিধিত্ব করিবার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন সার্টিফিকেট মার্ক;

(ধ) **"প্রমিতকরণ"** অর্থ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ;

(ন) **"পরীক্ষা প্রতিবেদন"** অর্থ কোন মালামালের মান বা শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত পরীক্ষার সনদপত্র;

(প) **"ট্রেড মার্ক"** অর্থ কোন ব্যক্তির পরিচয় নির্দেশিত থাকুক বা না থাকুক, মার্ক ব্যবহারের লক্ষ্যে, পণ্য এবং মালিক বা নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হিসাবে কতিপয় অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে, ব্যবসা পরিচালনায় নির্দেশিতকরণ, বা নির্দেশনার উদ্দেশ্যে পণ্যে ব্যবহৃত, বা প্রস্তাবিত কোন মার্ক।

(২) কোন দ্রব্যকে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত বলা হইবে, যদি দ্রব্যটি স্বয়ং স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে, অথবা উক্ত দ্রব্যের সহিত যুক্ত আবরণ, বা লেবেল চিহ্নিত হইয়া থাকে।

৩। **ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা ও নিগমবদ্ধকরণ।**—(১) সরকার, এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর, যত শীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন নামে একটি ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ইনস্টিটিউশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ইহার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) ইনস্টিটিউশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউশন উপযুক্ত মনে করিলে, অন্যান্য স্থানে উহার কার্যালয় এবং শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউশনের কার্যাবলী।**—ইনস্টিটিউশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ—

(ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডের গুণ ও মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে মালামাল, পণ্য, অবকাঠামো, কার্য ও উৎপাদন সম্পর্কিত একটি সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড অবলম্বনের প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রচলিত রীতির কার্যক্রম উৎসাহিত করা এবং, সময় সময়, উক্ত স্ট্যান্ডার্ড প্রত্যাহার, রদবদল, পরিবর্তন এবং সংশোধন করা;

(খ) দৈর্ঘ্য, ওজন, ভর, পরিমাপ এবং শক্তি পরিমাপের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনা এবং সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রমিতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, পরিমাপন এবং সরলীকরণের বিষয়ে উৎসাহিত করা;

(ঘ) উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মাধ্যমে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ নিশ্চিত করা;

(ঙ) একটি জাতীয় সার্টিফিকেশন মার্ক প্রকল্প প্রশাসন অথবা পণ্য পরিদর্শন অথবা উভয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়ন করা;

(চ) তদন্ত, গবেষণা বা প্রয়োজনে রপ্তানী উন্নয়নের জন্য পণ্য, প্রক্রিয়া ও কার্য পরীক্ষা, পরখ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা বা সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করা;

(ছ) স্থানীয় ব্যবহার, রপ্তানী বা আমদানী যাহাই হউক না কেন, পণ্যসামগ্রী, মালামাল, উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদন এবং খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য জিনিসের গুণগত মান প্রত্যায়ন করা;

(জ) কোন দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বা কার্যরীতি, সরঞ্জামাদি, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য উৎপাদনকারী ও ভোক্তার কার্যে সমন্বয়সাধন করা যাহাতে দ্রব্যের জাতীয় অপচয় ও প্যাটার্নের অপ্রয়োজনীয় ভ্যারাইটি, উৎপাদনে ব্যয়িত সময় এবং দ্রব্যের আকার এবং অনুরূপ উদ্দেশ্য পরিহার করা যায়;

(ঝ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া বা কার্যরীতি সংক্রান্ত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্টকরণ এর বিষয় প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করা;

(ঞ) বাংলাদেশে বা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রে অবস্থিত কোন ইনস্টিটিউশন, অথবা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ডকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান, অবলম্বন বা অনুমোদন করা;

(ট) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন সার্টিফিকেট মার্ক নামে একটি স্ট্যান্ডার্ড মার্ক নির্দিষ্ট করা, যাহা নির্দিষ্ট বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত নকশা এবং বিশেষ উপাদানে গঠিত হইবে;

(ঠ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে, স্ট্যান্ডার্ড মার্কের ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স অনুমোদন, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান, বাতিল অথবা স্থগিত করা;

(ড) কোন পণ্য বা প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মার্ক, লাইসেন্সসহ বা ব্যতীত, যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা অথবা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহারের প্রস্তাব করা হইয়াছে কিনা অথবা কোন পণ্য বা প্রক্রিয়ায় স্ট্যান্ডার্ড মার্ক অনুচিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা উহা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল বা বস্তুর পরিদর্শন বা নমুনা সংগ্রহ করা;

(ঢ) ইনস্টিটিউশন কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাগার ব্যতীত, অন্যান্য গবেষণাগারের সেবা মালিকের অনুমতিক্রমে, কাজে লাগানো এবং ইনস্টিটিউশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুরূপ গবেষণাগার অনুমোদন করা;

(ণ) পরীক্ষা এবং সঠিক যন্ত্রপাতির আয়তন, গেজ, এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সুবিধা প্রদান বা এই সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তদবিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়নে সনদপত্র প্রদান করা;

(ত) উহার লক্ষ্য অর্জনে গঠনমূলক বলিয়া বিবেচিত যে কোন ট্রাস্ট বা এজেন্সী ব্যবসা করা;

(থ) যে উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনকে সহায়তা করা; এবং

(থথ) এ্যগ্রিকালচারাল প্রডিউস গ্রেডিং এ্যান্ড মার্কেটিং এ্যাক্ট, ১৯৩৭ (১৯৩৭ সনের ১নং আইন) এবং রপ্তানীর উদ্দেশ্যে তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে কৃষি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও মার্ক করা; এবং

(দ) উপরি-উল্লিখিত কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক সকল কার্য ও বিষয় সম্পাদন করা।

৬। **ইনস্টিটিউশনের সাধারণ নির্দেশনা এবং কার্যাবলী।**—(১) ইনস্টিটিউশনের সাধারণ নির্দেশনা এবং প্রশাসনিক বিষয় ও কার্যাবলী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে যাহা ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য এবং সম্পাদিতব্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ, উহার দায়িত্ব পালনকালে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৭। **পরিষদের গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, পদাধিকারবলে, যিনি পরিষদের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী, পদাধিকারবলে, যিনি পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে, যিনি পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন;

(ঘ) পুলিশ মহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে ;

(ঙ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে ;

(চ) প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী, পদাধিকারবলে ;

(ছ) মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিভিশন, পদাধিকারবলে ;

(জ) মহাপরিচালক বাংলাদেশ বেতার, পদাধিকারবলে ;

(ঝ) তফসিলের অংশ ১এ উল্লিখিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া সদস্য, যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, যিনি উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন ;

(ঞ) তফসিলের অংশ ২এ উল্লিখিত সংস্থার সভাপতি বা চেয়ারম্যান;

(ট) তফসিলের অংশ ৩এ উল্লিখিত বডির প্রধান নির্বাহী;

(ঠ) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি পরিষদের সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত, কোন সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তাহার পদ বা নিয়োগের কারণে সদস্য হিসাবে মনোনীত হন, সেইক্ষেত্রে তাহার, পদ বা নিয়োগ বাতিল হইলে, সদস্য পদও বাতিল হইবে।

(৩) সদস্য হিসাবে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রযোগে তাহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) কেবল কোন পদে শূন্যতা অথবা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

৮। **পরিষদের সভা।**—(১) পরিষদের সভা নির্ধারিত সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, অনুরূপ সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদের সভার কোরামের জন্য অন্যূন ৮ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) পরিষদের সভার সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সংখাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, ভাইস চেয়ারম্যান, অথবা তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

৯। **কমিটি নিয়োগ।**—(১) পরিষদ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক কমিটি বা কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি কমিটির প্রধান হইবেন একজন চেয়ারম্যান এবং উহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **পরিষদের সহিত সদস্য বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততা, ইত্যাদি।**—(১) পরিষদ বা ধারা ৯ এর অধীন নিযুক্ত কমিটি উহার কার্যসম্পাদনে সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান আবশ্যক মনে করিলে, যে কোন ব্যক্তিকে উহার সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ অথবা ধারা ৯ এর অধীন গঠিত কমিটির সহিত সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি পরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে তাহার ভোট প্রদানের কোন অধিকার থাকিবে না।

১১। **মহাপরিচালক।**—(১) ইনস্টিটিউশনের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং ইনস্টিটিউশনের যথাযথ প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

১২। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি।**—ইনস্টিটিউশন, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৩। **ইনস্টিটিউশনের তহবিল।**—(১) ইনস্টিটিউশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে—

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) বিনিয়োগ, রয়েলটিজ এবং সম্পদ হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং

(গ) ইনস্টিটিউশনের অন্যান্য সকল আয়।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন ইনস্টিটিউশনের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য ইনস্টিটিউশনের তহবিল ব্যবহৃত হইবে এবং ইনস্টিটিউশনের সকল পাওনা উক্ত তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৩) ইনস্টিটিউশনের সকল অর্থ, পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্ত) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬) এর তফসিলে উল্লিখিত ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে জমা রাখিতে হইবে।

১৪। **হিসাব।**—ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, এর সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

১৫। **বাজেট।**—ইনস্টিটিউশন, প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, উক্ত বৎসরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলন প্রদর্শনপূর্বক, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৬। **নিরীক্ষা।**—(১) মহাহিসাব-নিরীক্ষক যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউশনের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহাহিসাব-নিরীক্ষক বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ইনস্টিটিউশনের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যান্য সম্পদ পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউশনের যে কোন সদস্য, মহাপরিচালক অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) মহাহিসাব-নিরীক্ষক তাহার নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন এবং উহার একটি কপি ইনস্টিটিউশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৭। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—(১) ইনস্টিটিউশন, সময় সময়, সরকারের চাহিদা অনুসারে এইরূপ প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) ইনস্টিটিউশন, প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত বৎসরের কর্মকাণ্ডের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাবের একটি বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নের আদেশ এবং অন্যান্য দলিলাদি প্রমাণীকরণ।— ইনস্টিটিউশনের সকল এবং জারীকৃত অন্যান্য সকল দলিল, এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ণের স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমাণীকৃত হইবে।

র্ড মার্কের অনুচিত ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা।—(১) ধারা ২০ এর অধীন প্রদত্ত ব্যতীত, কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অথবা প্যাটার্নের শিরোনামে, মার্ক বা ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ডস মার্ক অথবা উহার কোন রঙ্গিন অনুকরণ ব্যবহার ।

২০ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সে থাকা সত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি স্ট্যান্ডার্ড মার্ক বা কোন কোন পণ্যে বা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করিবেন না, যদি না এইরূপ পণ্য বা প্রক্রিয়া ডার্ড নিশ্চিত করে।

ইসেন্সের অনুমোদন।—(১) কোন ব্যক্তি, কোন পণ্য অথবা প্রক্রিয়া বা কোন প্যাটার্নের কোন ট্রেড মার্ক বা ডিজাইন ব্যবহারের জন্য আগ্রহী হইলে, তিনি স্ট্যান্ডার্ড মার্কের রর উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফরমে ইনস্টিটিউশনের নিকট আবেদন

নস্টিটিউশন প্রয়োজনীয় তদন্তের পর নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে লাইসেন্স পারিবে—

যে পণ্য বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত হইবে উহা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এর নিশ্চয়তা বিধান করে; এবং

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এর নিশ্চয়তা বিধান করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য বা প্রক্রিয়া নিয়মিত পরিদর্শন বা পরীক্ষা নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

নস্টিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও শর্তে এবং নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক লাইসেন্স ইবে।

ই ধারার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ তিন বৎসর বলবৎ থাকিবে ঃ

র্ত থাকে যে, লাইসেন্সে বর্ণিত কোন শর্ত লংঘিত হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে, উহা বাতিল করিতে পারিবে ঃ

রও শর্ত থাকে যে, শুনানী গ্রহণের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে, কোন লাইসেন্স বে না।

২১। **কতিপয় নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি।**—নির্ধারি ব্যক্তি, ইনস্টিটিউশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে—

(ক) ইনস্টিটিউশনের নামের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে প্রতারিত হইতে পারে বা প্রতারিত হইবার স্ট্যান্ডার্ড" অথবা "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্ট

(খ) "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড" বা "বাংলাদেশ স্ট্যা সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে এইরূপ কোন ট্রেড মার্ক ব্যবহার করিবে না।

২২। **কতিপয় ক্ষেত্রে নিবন্ধনের নিষেধাজ্ঞা।**—(১) অ থাকুক না কেন, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ—

(ক) কোন নাম ধারণ করে, এইরূপ কোন কো করিবে না, বা

(খ) কোন নাম ধারণ করে এইরূপ ট্রেড মার্ক অনুরূপ নাম বা মার্ক ব্যবহারের ফলে ধার

(২) কোন নাম বা মার্ক ব্যবহারের ফলে ধারা ১৯ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উহা সরকারে হইবে।

২৩। **কতিপয় পণ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ বা সী** ইনস্টিটিউশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারী গেজে প্রজ্ঞাপনের অধীনে উল্লিখিত শর্ত এবং ব্যতিক্রম সাপেক্ষে পণ্য রপ্তানী সহিত সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ধার (বাণিজ্য রীতিসহ) অনুসরণ করে না তাহা বাংলাদেশের অথবা অন্য কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা শর্ত অনুসরণ ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট বর্ণনার কোন পণ্য বাংলা

(৩) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অ ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর অ গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উক্ত আইনের সকল বিধান কা

২৪। **কতিপয় পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা।**—(১) সরকার, ইনস্টিটিউশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে উহাতে বর্ণিত কোন পণ্য যাহা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ না করিলে, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ, প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে দুই মাসের পূর্বে হইবে না।

(২) কোন পণ্য একটি বিশেষ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করিলে সরকার, উহা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্ট্যান্ডার্ড মার্ক দ্বারা চিহ্নিত করিতে পারিবে।

২৫। **পরিদর্শক।**—(১) ইনস্টিটিউশন, লাইসেন্সসহ বা লাইসেন্স ব্যতীত, কোন পণ্য বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা অথবা পণ্য বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক অনুচিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা উহা পরিদর্শন এবং তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধি সাপেক্ষে, একজন পরিদর্শকের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত কোন পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত চলমান ব্যবস্থা পরিদর্শন করা;

(খ) স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোন পণ্য বা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বস্তু বা মালামাল অথবা পণ্যের নমুনা সংগ্রহ; এবং

(খখ) সাব-ইন্সপেক্টর পদ মার্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ সম্পর্কে তল্লাশি, আটক বা তদন্ত করা।

(গ) নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শককে ইনস্টিটিউশন কর্তৃক পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগপত্রের সনদপত্র প্রদান করা হইবে এবং পরিদর্শকগণ উহা চাহিদামাত্র প্রদর্শন করিবেন।

২৬। **তথ্য, ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষমতা।**—প্রত্যেক লাইসেন্সধারী, ইনস্টিটিউশনের চাহিদা অনুযায়ী, কোন পণ্য অথবা প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য বা বস্তুর নমুনা এবং তথ্য দাখিল করিবেন।

২৭। **ক্ষমতা অর্পণ।**—ইনস্টিটিউশন, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, লিখিতভাবে আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত ক্ষেত্রে ও শর্তে, যদি থাকে, উহার যে কোন ক্ষমতা চেয়ারম্যান বা মহাপরিচালক বা পরিষদের কোন সদস্য বা ইনস্টিটিউশনের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৮। **আপীল**।—(১) ধারা ৫ এর দফা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, অথবা সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে, নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) সরকার, ইনস্টিটিউশনের নিকট হইতে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র তলব করিতে পারিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রয়োজন মনে করিলে, তদন্তের পর আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

২৯। **কতিপয় বিষয় গোপন রাখা**।—এই অধ্যাদেশের অধীন কোন পরিদর্শক বা পরিষদের কোন সদস্য বা ইনস্টিটিউশনের কোন কর্মকর্তা বা কোন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিবৃতি বা সরবরাহকৃত বা প্রদত্ত কোন সাক্ষ্য বা পরিদর্শনের ফলে প্রাপ্ত যে কোন তথ্য গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের অধীন বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

৩০। **স্ট্যান্ডার্ড মার্ক অনুচিতভাবে ব্যবহারের শাস্তি, ইত্যাদি**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ১৯ অথবা ধারা ২১ এবং ধারা ২২ এর কোন বিধান লংঘন করিলে, অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত যে সম্পত্তি সম্পর্কে আইনের বিধান লংঘিত হইয়াছে উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩১। **আইনের ধারা ২৩ লংঘনের শাস্তি**।—যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২৩ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপন অথবা উহার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের বিধান লংঘন করেন, তাহা হইলে তিনি, ধারা ২৩(৩) দ্বারা প্রয়োগযোগ্য শুল্ক আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ৪ নং আইন) এর বিধানের অধীন বাজেয়াপ্ত বা দণ্ডের ব্যত্যয় না ঘটাইয়া, অর্থদণ্ডসহ অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩১ক। **ধারা ২৪ লংঘনের শাস্তি**।— যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২৪ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপনের বিধান লংঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর মেয়াদে কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে যাহা সাত হাজার টাকার কম হইবে না, অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩১খ। **ইন্সপেক্টরকে তাহার দায়িত্ব পালকালে বাধা প্রদানের শাস্তি।**—যদি কোন ব্যক্তি, ইন্সপেক্টর কর্তৃক সরকারী দায়িত্ব পালনকালে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করেন, অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদে কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে যাহা সাত হাজার টাকার কম হইবে না, অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩২। **অন্যান্য অপরাধের শাস্তি।**—কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি লংঘন করিলে, তজ্জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন কোন শাস্তির বিধান না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৩। **আদালত কর্তৃক অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**—(১) কোন আদালত, সরকার বা ইনস্টিটিউশনের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(২) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদার নিম্নের কোন আদালত, এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করিবেন না।

৩৩ক। **বিচারের স্থান ও কার্যপদ্ধতি।**—ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের যেকোন স্থানে বিচার করা যাইবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ যতদূর সম্ভব উক্ত কার্যবিধির (Code) অধ্যায় ২২এ বর্ণিত বিধান অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইবে।

৩৩খ। **বাজেয়াপ্তযোগ্য দ্রব্যাদি।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধ যে দ্রব্য বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কে বা যাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন দ্রব্য, বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যিনি ধ্বংস বা নির্ধারিত অন্যকোন উপায়ে, উহা নিষ্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৩গ। **কারখানা, ইত্যাদি বন্ধের ক্ষমতা।**—(১) কোন দ্রব্য পরীক্ষার পর, যদি দেখা যায় যে, উহা ইনস্টিটিউশন কর্তৃক উক্ত দ্রব্য সম্পর্কে নির্ধারিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এর অনুরূপ নহে, তাহা হইলে মহাপরিচালক, লিখিত আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানা অথবা উক্ত দ্রব্য যে প্রাঙ্গনে গুদামজাত বন্ধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন্ধকরণের আদেশ প্রদান করা হইলে, তিনি এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "প্রাঙ্গন" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) কোন স্থান যেখানে কোন ব্যক্তি কর্তৃক, তিনি স্বয়ং বা কোন এজেন্টের, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, মাধ্যমে, কোন ব্যবসায়, শিল্প, উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য পরিচালনা করা হয়;

(খ) কোন পণ্যগার (ware house), গুদাম বা অন্য কোন স্থান যেখানে কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাদি গুদামজাত, প্রদর্শন বা ক্রয় বিক্রয় করা হয়;

(গ) কোন আবাসস্থল, যদি উহার কোন অংশ কোন ব্যবসায়, শিল্প, উৎপাদন বা ক্রয় বিক্রয়ের কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়; এবং

(ঘ) কোন যানবাহন বা জলযান বা অন্য যে কোন চলমান যন্ত্র, যাহার সাহায্যে কোন কিছু ক্রয় বিক্রয় বা ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

৩৩ঘ। **অর্থদণ্ড সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন দশ হাজার টাকার অধিক অর্থদণ্ড প্রদান আইন সংগত হইবে।

৩৪। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত প্রবিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত অথবা ঈপ্সিত কার্যের জন্য সরকার বা ইনস্টিটিউশন অথবা সরকার বা ইনস্টিটিউশনের অধীন কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৫। **কতিপয় আইন কার্যকর হইবার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অকার্যকরতা।**—এই অধ্যাদেশের কোন কিছুই ড্রাগস আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২৩ নং আইন) বাস্তবায়নকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৩৬। **কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের বিলুপ্তি।**—(১) ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার পর,—

(ক) সরকারের মালিকানাধীন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার, অতঃপর উক্ত গবেষণাগার বলিয়া উল্লিখিত, সংগে সংগে বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত পরীক্ষাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারের সকল সম্পদ ও সম্পত্তি এবং সকল অধিকার, ও দায়-দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা, যদি না সরকার ভিন্নরূপ আদেশ প্রদান করে, ইনস্টিটিউশনের নিকট হস্তান্তরিত এবং ন্যস্ত হইবে;

(গ) উক্ত পরীক্ষাগারের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে ইনস্টিটিউশনে ন্যস্ত হইবেন, তবে তাহারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রেষণে ইনস্টিটিউটের কর্মরত বা চাকুরীতে বহাল থাকিবেন, এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাদি সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বলবৎ আইন, বিধি এবং প্রবিধি প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত পরীক্ষাগারের এইরূপ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সরকার কর্তৃক আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, সরকারের চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকিবার অপশন দিতে পারিবেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ কর্মকর্তা বা কর্মচারী সরকারী কর্মচারীর পদ হারাইবেন এবং তাহারা ইনস্টিউশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইবেন এবং তাহাদের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশনে বদলির পূর্বের চাকুরীর শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না অনুরূপ শর্তাদি ইনস্টিটিউশন কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন ইনস্টিটিউশনে কর্মরত বা চাকুরীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী ইনস্টিটিউশনে যে কোন পদে পদোন্নতির যোগ্য হইবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য সাধারণ জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন ইনস্টিটিউশনে কর্মরত বা চাকুরীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় ইনস্টিটিউশন বহন করিবে।

৩৬ক। **ডিপার্টমেন্ট অব ইগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ্যান্ড গ্রেডিং এর বিলুপ্তি।**—(১) সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ইগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ্যান্ড গ্রেডিং, অতঃপর উক্ত ডিপার্টমেন্ট হিসাবে উল্লিখিত, ১৯৯৫ সনের ১১ ডিসেম্বর তারিখ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(২) উক্ত ডিপার্টমেন্টের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারের সকল সম্পত্তি ও সম্পদ এবং সকল অধিকার, দায়-দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা ইনস্টিটিউশনে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত ডিপার্টমেন্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে ইনস্টিটিউশনে বদলি হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন, তবে তাহারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রেষণে ইনস্টিটিউটের কর্মরত বা চাকুরীতে বহাল থাকিবেন, এবং তাহাদের চাকুরীর সকল শর্ত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বলবৎ আইন, বিধি এবং প্রবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইনস্টিটিউশনে কর্মরত বা চাকুরীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী ইনস্টিটিউশনে যে কোন পদে পদোন্নতির যোগ্য হইবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য সাধারণ জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ইনস্টিটিউশনে কর্মরত বা চাকুরীতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় ইনস্টিটিউশন বহন করিবে।

৩৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিষয়ে প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (৭) এর অধীন সকল প্রবিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশের সংগে সংগে কার্যকর হইবে।

৩৮। **রহিতকরণ, ইত্যাদি।**—(১) ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা হইবার সংগে সংগে, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৩৯ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হইবার সংগে সংগে,—

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন, অতঃপর বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশন বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশনের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ এবং ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সকল দাবী ও অধিকার এবং সকল হিসাব-বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিলপত্র ইনস্টিটিউশনে স্থানান্তরিত হইবে;

(গ) রহিত হইবার পূর্বে, বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশনের সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, সকল বাধ্যবাধকতা, সকল সম্পাদিত চুক্তি এবং বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশনের সহিত বা কর্তৃক সম্পাদিত সকল এগ্রিমেন্ট ইনস্টিটিউশনের সহিত বা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) রহিত হইবার পূর্বে, বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা এবং অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম চালু ছিল, সেই সকল মামলা ও আইনগত কার্যক্রম ইনস্টিটিউশন কর্তৃক বা ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যক্রম বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অব্যাহত থাকিবে বা নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইবে;

(ঙ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইনস্টিটিউশনে বদলি এবং ইনস্টিটিউশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং অনুরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের ক্ষেত্রে চাকুরীর যে শর্ত প্রযোজ্য ছিল সেই একই শর্তে কর্মে নিয়োজিত থাকিবেন এবং ইনস্টিটিউশন কর্তৃক যথাযথভাবে উক্ত শর্তাদি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ কার্য অব্যাহত থাকিবে।

(চ) অনুরূপ রহিত হইবার পূর্বে, বিলুপ্ত ইনস্টিটিউশন কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত বা ব্যবস্থিত এবং বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল ভবিষ্য তহবিল অব্যাহত থাকিবে এবং গ্রাহক চাঁদা এবং অনুদান ইনস্টিটিউশনের তহবিলে জমা হইবে এবং এইরূপ সকল তহবিল হইতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পাওনা পরিশোধ করিবার জন্য ইনস্টিটিউশন দায়ী থাকিবে।

তফসিল

(ধারা ৭ দ্রষ্টব্য)

অংশ ১

১। শিল্প মন্ত্রণালয়।

২। কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৫। অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ)।

৬। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

৭। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৮। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)।

৯। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১০। তথ্য মন্ত্রণালয়।

১১। বস্ত্র মন্ত্রণালয়।

১২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অংশ ২

১। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)।

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)।

৩। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই)।

৪। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)।

৫। কনজিউমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সিএবি)।

৬। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)।

৭। বাংলাদেশ সপ ঔনার্স এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি)।

অংশ ৩

১। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)।

২। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

৩। বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন (বিএইসি)।

৪। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।

৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ (বিএআরসি)।

এইচ এম এরশাদ, এন ডি সি, পিএসসি
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
রাষ্ট্রপতি।

ঢাকা ঃ ১২ জুলাই, ১৯৮৫

মুহাম্মাদ আবুল বাশার ভূইঞা
উপ-সচিব (ড্রাফটিং)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।